দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৩/৩/৮১ ...
পৃষ্ঠা... .. ..

092

রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজঃ অনেক কথা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দৈনিক বাংলায় 'রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজঃ অনেক কথা' শিরোনামে 'অনিকেত' লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এ প্রবন্ধে লেখক স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীধারীদের সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন এবং সমাধান দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে সনদ প্রদান করেন সেটা ভালো ছাত্রের পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু ভালো শিক্ষকেরও যে পরিচয় বহন করে এমন কথা বোধহয় সব সময় বলা ঠিক নয়। এজন্যেই চাকরিতে ইন্টারভিউর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও চাকরির অস্থায়ীকাল, অধ্যক্ষদের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট প্রেরণ ইত্যাদি রীতি চালু রয়েছে। শিক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য গুণাগুণ দ্বারা যাঁরা ছাত্রদের মন জয় করেছেন, সহকর্মীদের ও কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিবিধান করতে পেরেছেন, তাঁরা কি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি?

চাকরিতে প্রথম নিয়োগের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন অবশ্যই থাকে। কিন্তু আত্মীকরণের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাছাড়া নিযুক্তির পর কোন শিক্ষক বা অন্য যে কোন বিভাগের যেকোন শ্রেণীর কর্মচারীর প্রকৃত যোগ্যতা ও পদোন্নতি তাঁর সার্ভিস রেকর্ড ও প্রবীণতার উপরই নির্ভর করে। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই তৃতীয় শ্রেণীধারী অধ্যাপকবৃন্দের যোগ্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার পরই কলেজ 'গবর্নিং বডি' তাঁদের চাকরি স্থায়ী করেছিলেন এবং সদাশয় সরকারও অন্যদের সঙ্গে সমহারেই তাঁদেরকে 'ইকনমিক বেনিফিট' দিতেন।

এছাড়া বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষরাও যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে তাঁদের পরীক্ষক ও সমীক্ষক নিযুক্ত করে আসছেন। উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করেই এবং আইন সঙ্গতভাবেই অতীতে তৃতীয় শ্রেণীধারীদের প্রমোশন দেয়া হয়, অর্থাৎ ছাত্র হিসেবে বিচার না করে তাঁদের শিক্ষক হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে।

অতএব, আমার অভিমত এই যে জাতীয়কৃত কলেজগুলোতে তৃতীয় শ্রেণীধারী শিক্ষকদের 'কনডোনেশন' এর মাধ্যমে চাকরি নিয়মিতকরণ, যথাযথ পদোন্নতি ও নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের পূর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত। এই সঙ্গে ভবিষ্যতে বেসরকারী কলেজগুলোতে এই ধরনের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৃতীয় শ্রেণী তুলে দেয়া বিধেয়।

প্রভাসচন্দ্র নাগ
বি-২৪/৬, কাস্টমস কলোনী,
বনানী, ঢাকা।